সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অথ কিম

আধুনিকতা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক | আধুনিক কথাটির ব্যুত্পত্তিগত অর্থ কি ? অধুনা ভবঃ আধুনিকঃ | অধুনা + ঠঞ্ প্রত্যয় | অর্থাত এখন যেটা আছে | এই এখন মানে কখন ? 1947 - এ যেটা এখন বা অধুনা, 2005 - এ সেটি এখন নয় | অর্থাত 1947 এর যা সমস্যা, 1950 এর সমস্যা তার থেকে আলাদা | 2005/2006 - এর সমস্যা আরও আলাদা | যাই হোক, অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতই বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকাংশ ই হয়ে উঠেছে "কালের দর্পণ" | তাই নক্শাল আন্দিলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, বিধবা বিবাহের কথা, কুষ্ঠরোগ, সাম্প্রদায়িকতা, পাঠ্যবিষয় থেকে সংস্কৃতের বিতাড়ন ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু হয়ে উঠেছে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা শাখায় বিষয়বস্তু | বিশ/ একুশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা শাখায় যেমন সর্গবন্ধ মহাকাব্য থেকে খণ্ডকাব্যে, ছোটোগল্পে, উপন্যাসে, বিশেষত নাটকে নানাভাবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়েছে | Traditiional নান্দী, ভরতবাক্যে, প্রস্তাবনার পাশাপাশি বস্তু, আঙ্গিক, ভাষার ব্যবহারে রয়েছে অসামান্য অভিনবত্ব | সাধারণভাবে Traditiional মানেই Conservative অর্থাত পুরোনোকে আঁকড়ে থাকা | Conservative মানেই কিন্তু opposed to Change . সব পুরোনোকে আঁকড়ে থাকাও

কোনো কাজের কথা নয়, আবার সব "ঐতিহ্য" মানেই গোঁড়ামি নয়| সব নতুনকে আলিঙ্গন করাটাও যেমন খুব সমর্থনযোগ্য নয়, সব নতুন সম্বন্ধে উন্নাসিকতাই কি সমর্থনযোগ্য ? তাও বোধহয় নয়|

এবার "নাটক" বা "নাট্য" সম্বন্ধে আরও দু-একটি কথা বলে সরাসরি সিদ্ধেশ্বরের নাটক প্রসঙ্গে আসব|

"নাট্য" কৃতের ই অনুকরণ| কামসূত্রের টীকাকার বললেন -

" স্বর্গে বা মর্ত্যলোকে বা পাতালে বা নিবাসিনাম্ ।
কৃতানুকরণং স্যান্নাট্যেমিদং নর্তকাশ্রিতম্ ॥"

স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল - এই তিনলোকের জনসমাজে যে আচরণ বা কাজ হচ্ছে তার অনুকরণ ই হল "নাটক" নামক কৃত্রিম উদ্ভাবন|

এই যে অনুকরণাত্মক প্রচেষ্টা তার কিন্তু একটা "উদার" পটভূমিকা আছে| ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রয়েছে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে এসে বললেন -

" ন বেদ্‌স্ব্যবহারোऽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতীষু ।
তস্মাত্‌ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্ ॥"

অর্থাত, " বেদের যে ব্যবহার প্রচলিত তা শূদ্রগণের শ্রবণযোগ্য নয়| এমন কিছু সৃজন করুন যা সকল বর্ণের উপযোগী|" তত্‌কালীন পরিস্থিতিতে দেবগণের এক সম্প্রদায় রক্ষণশীল সমাজকে পাল্টাতে চেয়েছেন, অভূতপূর্ব ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন ; নাট্যকে উপলক্ষ্য করে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীকে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন | অর্থাত " তত্কালীন চিন্তানায়কগণ উপলব্ধি করেছিলেন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য বর্ণেও যদি শিক্ষার প্রসার না ঘটে তাহলে জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হবে | অথচ এববিম্ব প্রচেষ্টায় যে মহত বাধা উপস্থিত হবে এবিষয়ে তাঁদের সন্দেহ ছিল না | অতএব উভয়দিক রক্ষা করে সর্ববর্ণে শিক্ষা ও শিলতা প্রচারের একটি চতুর পরিকল্পনা করলেন তত্কালীন চিন্তানায়কগণ এবং তাঁদের সৌভাগ্য ব্রহ্মার মতো এইরকম উদারপন্থী নেতাকে তাঁরা লাভ করেছিলেন পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় |" তাই সৃষ্টি হল নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদ | এই নাট্যবেদের অর্থাত নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল লোকস্বীকৃতি | আচার্য ভরত বার বার প্রতিটি ব্যাপারে লোকের ওপর বিচারের ভার দিয়েছেন |

ভরত বললেন -

"লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম |
উত্তমাধম-মধ্যানাং নরাণাং কর্মসংশ্রয়ম ||"

জনসমাজের মধ্যে উত্তম, মধ্যম, অধম - সকল স্তরের মানবের কর্মধারা ও মানবসত্তা বর্তমান | নাট্যবেদ হল আসলে "জীবনবেদ" |

ভরত বার বার বলেছেন লোকস্বভাব সমীক্ষণ করে তারা কতটা বুঝতে পারবে সেটা নির্ণয় করা প্রথম কর্তব্য | নাটক যে শুধু বিদগ্ধ জনের জন্যই নয়, একথা ভরত বার বার বলেছেন |

এখন নাটকও কাব্য | এই নাটকের যে সাহিত্য তাকে রসোত্তীর্ণ করতে হবে | এই রসের উপর অনেক, কঠিন উচ্চস্তরের আলোচনা হয়েছে ভরত কিন্তু রসকে বৈদান্তিক স্তরেও নিয়ে যায়নি, আলঙ্কারিকেরা রসকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সেখানেও নিয়ে যাননি | লোকসমাদরের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যরসের বিচার করেছেন |

সিদ্ধেশ্বরের নাটক নিয়ে আলোচনার আগে এটুকু ভূমিকার বোধহয় প্রয়োজন ছিল | আগেই বলেছি সিদ্ধেশ্বর ছিলেন নট, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক ও নাট্যতত্ত্ববিদ |

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সিদ্ধেশ্বর অথবা বুড়োদা ছিলেন এক নতুন ঘরানার প্রবর্তক | বলা বাহুল্য সংস্কৃত নাট্যজগতের এক বিরল এবং ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সিদ্ধেশ্বর | তিনি যে শুধু নাট্যকার ছিলেন তাই নয় তিনি ছিলেন নট, নাট্যনির্দেশক এবং নাট্যতত্ত্ববিদ | তাঁর রচিত চারটি নাটক - 1. धरित्रीपतिनिर्वाचनम् 2. अथ किम् 3. नाना-विताडनम् 4. स्वर्गीयहसनम्

<u>অথ কিম্</u>

 ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি point-blank satire, অর্থাত তীব্র এবং সোজাসুজি কটাক্ষ এই "অথ কিম্" নাটক |

শুরুতেই সূত্রধারের কথায় সমাজের চেহারাটা পরিষ্কার |

"परमद्यत्वे सर्वं जातम् असंस्कृतम्,- देहे, चित्ते, समाजे संस्कृतस्य गन्धोऽपि नास्ति, अभिनयश्च भवति सर्वत्रैव - मार्गे, हट्टे, धट्टे, परिवारे, विद्यालये, विधानसभायामपि ।"
নান্দী থেকে শুরু করে পাত্র-পাত্রীর নামকরণ এবং শেষে ভরতবাক্য পর্যন্ত - সর্বত্র ই ব্যতিক্রমী অভিনবত্ব |
নান্দীতে স্তুতি করা হয়েছে - "সমুদ্ভটাখ্যং নব-নাট্যদেবম্"। নতুন এক দেবতা | নাট্যের বা নাটকের দেবতা যার নাম "সমুদ্ভট", তাঁরই স্তুতি করা হয়েছে | অর্থাত ফরাসী, জার্মান, আমেরিকার নবনাট্য আন্দোলনের অনুসরণে বাংলাভাষায় যেমন উদ্ভট রসের অদ্ভুত নাটক বা absurd drama লেখা হয়েছে, অথ কিম্ কেও তেমন আমরা সেই পর্যায়ভুক্ত করতে পারি | বাদল সরকার, যাঁকে বাংলাভাষায় 3rd Theatre-এর পুরোধা বলা হয় বাংলার তথা সমগ্র ভারতের নাট্যজগতের অতিপরিচিত একটি নাম | সংস্কৃত নাট্যজগতে তেমন সিদ্ধেশ্বরকে 3rd Theatre-এর পুরোধারূপেও স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে | সিদ্ধেশ্বর ছাড়াও গুজরাটের সংস্কৃত নাট্যকার হর্ষদেব মাধব এবং মধ্যপ্রদেশের রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী প্রমুখের নাটকে এই 3rd Theatre এর প্রভাব অসামান্য | অর্থাত সিদ্ধেশ্বরের নাটকে ভরত, ব্রেশ্‌ট, বেকেট, বাদল সরকার সব যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে |
সারা নাটক জুড়ে এই যে "তিনি" আসবেন অথবা "তাঁর" জন্য অপেক্ষা করা - এই ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে স্যামুয়াল

বেকেটের বিখ্যাত Tragi-comedy "Waiting for Godot"(1954) এর কথা মনে পড়িয়ে দেয় |
এই নাটকের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কোনো চরিত্রের নামকরণ করা হয়নি | "ক", "খ", "গ", "ঘ", "ঙ", এইভাবে পুরুষ চরিত্রগুলির এবং "আ", "ঊ" এইভাবে স্ত্রীচরিত্রগুলিকে identify করা হয়েছে | নামকরণের দ্বারা গণ্ডীবদ্ধ না করে শব্দের Connotation যে কতটা ব্যাপক করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বয়ং কালিদাস | মেঘদূতে যক্ষকে কোনো নামের বন্ধনে আবদ্ধ না করে বললেন "কশ্চিত……যক্ষঃ" || এই যে মহাকবি কালিদাস যক্ষের কোনো নামকরণ করলেন না তার দ্বারা কি তিনি যক্ষ, দেব, দানব, মানুষ নির্বিশেষে সমস্ত বিরহী প্রমিকের আর্তিকে মূর্ত্ত করে তুললেন না ? যক্ষ কি সর্বযুগের সর্বদেশের সর্বকালের বিরহীর আর্তিকে অনুরণিত করছে না ?
আবার অথ কিম্ এ ফিরে আসি | কোনো চরিত্রের নাম না করে নাট্যকার বোঝালেন এখানে কোনো ব্যক্তি প্রধান নয়, প্রধান হল Party বা দল বা গোষ্ঠী যাকে সে represent করছে |
ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি, নেতাবৃন্দের বক্তৃতায় সাধারণ মানুষের অনীহা, সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিই মানুষের নির্ভরতার অভাব, ভোট-কালীন Rigging ক্ষমতাসীন দলের, তাছাড়া খুনখারাপি ইত্যাদি সব কিছু তুলে ধরেছেন | নেতাদার

বকৃতার উত্তরে অধৈর্য মানুষের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে -
"গঃ - কিমেষা বিদ্যালয়স্য ইতিহাসশ্রেণী ? বয়ং কিং ছাত্রাঃ"
অনুবাদ - "এটা কি ইতিহাসের ক্লাস রুম ? নাকি আমরা আপনার ছাত্র ?
সাধারণ মানুষের আর এক প্রতিনিধি বল্ছেন -
"বারে তু অস্মিন্ সর্বেষামেব নাম্নাং পার্শ্বে চিহ্নান্যঙ্কয়িষ্যামি" ।
অনুবাদ - এবার আমি সবার নামের পাশে ছাপ দিয়ে আসব [অর্থাত আমরা ভোটটা নষ্ট করে আসব]
তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছেন মনুষ্যত্ববিহীন নেতাদের চরিত্র -
ঙ - "তদর্থং তু বর্তন্তে তরুণাঃ"
অনুবাদ - আরে তার জন্য তো তরুণার রয়েছেই |
আ - "যে তাবত্ শহীদাऽখ্যমুপাধিং লব্ধুকামাঃ"
অনুবাদ - তারা তো "শহীদ" এই আখ্যাই পেতে চায় |
ক - "তত্র তু তন্নামধেয়ঃ স্তম্ভো বর্ততে ; তত্র যদি সভা কাচিদনুষ্ঠীয়েত তর্হি বহবঃ শহীদেত্যাখ্যাভাজো ভবেযুঃ" ।
অনুবাদ - সেখানে সেই নামে যে স্তম্ভ রয়েছে তার গলায় যদি সভা ডাকা হয়, তাহলে অনেকেই "শহীদ" আখ্যা পাবে |
"আ"-র উক্তির মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুরতা মূর্ত হয়ে উঠেছে |
"সভা, বিরাট সভার আয়োজন করতে হবে |"
মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে ভরতবাক্যের মধ্য দিয়ে -

"कालस्य गतिमालोच्य साम्प्रतं प्रार्थयामहे।
अस्तु मे मङ्गलं नित्यं भवतामस्तु वा न वा ॥"

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় - বেকেট অথবা ব্রট্‌শ এর প্রভাব অথবা absurd drama যাই হোক না কেন সিদ্ধেশ্বরের প্রতিতি drama-ই কিন্তু সুবোধ্য এবং রসোত্তীর্ণ |